Contents

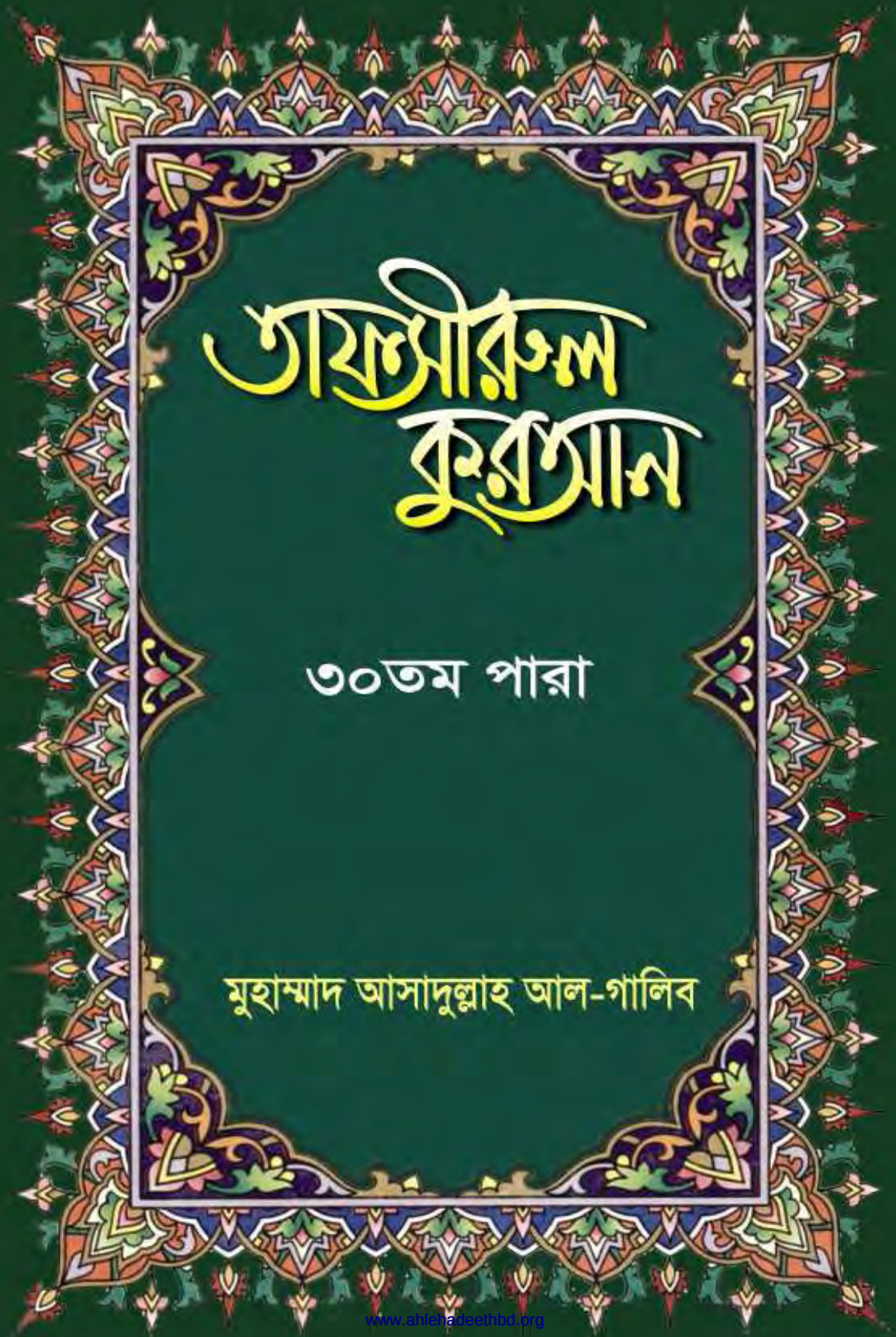

তাফসীরুল কুরআন

৩০তম পারা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

(المحتويات)

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	ভূমিকা	৪
১ (০১)	সূরা ফাতিহা (মাক্কী)	৭
২ (৭৮)	সূরা নাবা (মাক্কী)	৩৬
৩ (৭৯)	সূরা নাযে'আত (মাক্কী)	৬৮
৪ (৮০)	সূরা 'আবাসা (মাক্কী)	৯৪
৫ (৮১)	সূরা তাকভীর (মাক্কী)	১১৬
৬ (৮২)	সূরা ইনফিত্বার (মাক্কী)	১৪৫
৭ (৮৩)	সূরা মুত্বাফফেফীন (মাক্কী)	১৫৭
৮ (৮৪)	সূরা ইনশিক্বাক্ব (মাক্কী)	১৮৩
৯ (৮৫)	সূরা বুরূজ (মাক্কী)	১৯৮
১০ (৮৬)	সূরা তারেক (মাক্কী)	২১৭
১১ (৮৭)	সূরা আ'লা (মাক্কী)	২২৯
১২ (৮৮)	সূরা গাশিয়াহ (মাক্কী)	২৫১
১৩ (৮৯)	সূরা ফজর (মাক্কী)	২৬৭
১৪ (৯০)	সূরা বালাদ (মাক্কী)	২৯৭
১৫ (৯১)	সূরা শাম্‌স (মাক্কী)	৩১৩
১৬ (৯২)	সূরা লায়েল (মাক্কী)	৩২৫
১৭ (৯৩)	সূরা যোহা (মাক্কী)	৩৪৫
১৮ (৯৪)	সূরা শরহ (মাক্কী)	৩৫৫
১৯ (৯৫)	সূরা তীন (মাক্কী)	৩৬৪
২০ (৯৬)	সূরা 'আলাক্ব (মাক্কী)	৩৭২
২১ (৯৭)	সূরা ক্বদর (মাক্কী)	৩৮৯
২২ (৯৮)	সূরা বাইয়েনাহ (মাদানী)	৩৯৯
২৩ (৯৯)	সূরা যিলযাল (মাদানী)	৪১১

২৪ (১০০) সূরা ‘আদিয়াত (মাক্কী) ৪২১
২৫ (১০১) সূরা ক্বারে‘আহ (মাক্কী) ৪৩১
২৬ (১০২) সূরা তাকাছুর (মাক্কী) ৪৩৭
২৭ (১০৩) সূরা আছর (মাক্কী) ৪৫৬
২৮ (১০৪) সূরা হুমাযাহ (মাক্কী) ৪৭৩
২৯ (১০৫) সূরা ফীল (মাক্কী) ৪৮০
৩০ (১০৬) সূরা কুরায়েশ (মাক্কী) ৪৯১
৩১ (১০৭) সূরা মা‘ঊন (মাক্কী) ৪৯৮
৩২ (১০৮) সূরা কাওছার (মাক্কী) ৫০৮
৩৩ (১০৯) সূরা কাফেরূন (মাক্কী) ৫১৪
৩৪ (১১০) সূরা নছর (মাদানী) ৫২৫
৩৫ (১১১) সূরা লাহাব (মাক্কী) ৫৩২
৩৬ (১১২) সূরা ইখলাছ (মাক্কী) ৫৪১
৩৭ (১১৩) সূরা ফালাক্ব (মাদানী) ৫৫০
৩৮ (১১৪) সূরা নাস (মাদানী) ৫৬২

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ– رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ– (آل عمران ٧–٨)–

‘তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। যার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট অর্থবোধক। আর এগুলিই হ’ল কিতাবের মূল অংশ। আর কিছু রয়েছে অস্পষ্ট। অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছে পড়ে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা দেবার জন্য। অথচ এগুলির সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর সুগভীর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে, আমরা এগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। সবকিছুই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ’তে এসেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না’। ‘(তারা প্রার্থনা করে বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করো না। আর তুমি আমাদেরকে তোমার নিকট হ’তে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বাধিক দানকারী’ *(আলে ইমরান ৭-৮)*। অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের উপরে ঈমান রাখবে।

সূরা ফাতিহা (মুখবন্ধ)

মক্কায় অবতীর্ণ ১ম পূর্ণাঙ্গ সূরা

সূরা ১, আয়াত ৭, শব্দ ২৫, বর্ণ ১১৩।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।[১]

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ
(২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ
(৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ
(৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ
(৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর।	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ
(৬) এমন ব্যক্তিদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
(৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন! তুমি কবুল কর!)	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ع

সূরা (السُّوْرَةُ) অর্থ উঁচু স্থান, সীমানা প্রাচীর। আয়াত (الآيَةُ) অর্থ নিদর্শন। কুরআনের একাধিক আয়াত সম্বলিত একটি অংশকে 'সূরা' এবং অনেকগুলি আয়াত সম্বলিত এক একটি ভাগকে 'পারা' (الْجُزْءُ) বলা হয়। কুরআনের শব্দ ও বাক্যসমূহ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে এগুলিকে আয়াত বা নিদর্শন বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ৩০টি পারা ও ১১৪টি সূরা রয়েছে। কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা হ'ল 'বাক্বারাহ' এবং ছোট সূরা হ'ল 'কাওছার'। প্রত্যেক সূরার শুরুকে *বিসমিল্লাহ* রয়েছে, কেবল সূরা তওবাহ ব্যতীত। পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২০৪ থেকে ৬২৩৬, শব্দ সংখ্যা ৭৭৪৩৯ এবং বর্ণ সংখ্যা ৩,৪০,৭৫০ *(কুরতুবী)*। ঈমানের সাথে কুরআনের প্রতিটি বর্ণ পাঠে ১০টি করে নেকী হয়'।[২] রামাযান মাসে এই নেকীর পরিমাণ ১০ থেকে কেবল ৭০০ গুণ হয় বরং এর কোন সংখ্যা-সীমা থাকে না। কেননা তখন আল্লাহ নিজ হাতে সীমাহীন নেকী দান করে থাকেন।[৩]

---

১. এটি সূরা নমলের ৩০ আয়াত। যা সূরা তওবা ব্যতীত প্রতিটি সূরার শুরুতে পার্থক্যকারী হিসাবে পঠিত হয়। এতে ৪টি শব্দ ও ১৯টি বর্ণ রয়েছে।

২. তিরমিযী হা/২৯১০, দারেমী; মিশকাত হা/২১৩৭ 'কুরআনের ফযীলতসমূহ' অধ্যায়।

৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯, 'ছওম' অধ্যায়।

'সূরাতুল ফাতিহাহ' অর্থ মুখবন্ধ বা ভূমিকার সূরা। ইমাম কুরতুবী বলেন, একে 'ফাতিহাহ' এজন্য বলা হয় যে, এই সূরার মাধ্যমে কুরআন পাঠ শুরু করা হয়। এই সূরার মাধ্যমে কুরআনের সংকলন কাজ শুরু হয়েছে এবং এই সূরার মাধ্যমে ছালাত শুরু করা হয়'।[৪] এটি মক্কায় অবতীর্ণ ১ম ও পূর্ণাঙ্গ সূরা। এতে ৭টি আয়াত, ২৫টি কালেমা বা শব্দ এবং ১১৩টি হরফ বা বর্ণ রয়েছে।[৫] সূরাটি কুরআনের মূল, কুরআনের ভূমিকা ও ছালাতের প্রতি রাক'আতে পঠিতব্য সাতটি আয়াতের সমষ্টি 'আস-সাব'উল মাছানী' নামে ছহীহ হাদীছে[৬] ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেন, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ 'আমরা তোমাকে প্রদান করেছি বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন' *(হিজর ১৫/৮৭)*।

১. নামকরণ :

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, সূরাটির নাম 'উম্মুল কিতাব' এজন্য রাখা হয়েছে যে, এই সূরার মাধ্যমেই পবিত্র কুরআনের সংকলন কার্য শুরু করা হয়েছে এবং এই সূরা পাঠের মাধ্যমে ছালাত শুরু করা হয়ে থাকে।[৭] আরবরা প্রত্যেক বস্তুর উৎস, সারগর্ভ বস্তু বা কোন কাজের অগ্রভাগ, যার অনুগামী শাখা-প্রশাখা সমূহ রয়েছে, তাকে 'উম্ম' (أُمٌّ) বলে। যেমন মক্কাকে উম্মুল ক্বোরা (أم القرى) বলা হয়, পৃথিবীর প্রথম ও শীর্ষ মর্যাদাবান নগরী হওয়ার কারণে এবং এটাই পৃথিবীর নাভিমূল ও এখান থেকেই পৃথিবী বিস্তৃতি লাভ করেছে' *(ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অতএব সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন (أم القرأن) এজন্য বলা হয়েছে যে, এটা দিয়েই কুরআন শুরু হয়েছে এবং এর মধ্যে কুরআনের সমস্ত ইল্‌ম শামিল রয়েছে' *(কুরতুবী)*।

সূরা ফাতিহার নাম সমূহ :

বিভিন্ন হাদীছ, আছার ও বিদ্বানগণের নামকরণের মাধ্যমে অন্যূন ৩০টি নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ছহীহ হাদীছসমূহে এসেছে ৮টি। যেমন : (১) উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল)। (২) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। (৩) আস-সাব'উল মাছানী

---

৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আনছারী আল-খাযরাজী আল-কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১ হিঃ/১২৭৩ খৃঃ), আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, ওরফে তাফসীরুল কুরতুবী, তাহকীক : আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী ১৪২৪/২০০৪ খৃঃ) ১/১৫০ পৃঃ।

৫. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন ওমর ইবনু কাছীর আল-কুরায়শী আদ-দিমাশক্বী (৭০১-৭৪ হিঃ/১৩০১-৭৩ খৃঃ), তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ওরফে তাফসীর ইবনু কাছীর (কায়রো : দারুল হাদীছ ১৪২৩ হিঃ/২০০২ খৃঃ), ১/৪৮ পৃঃ।

৬. যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত মরফূ হাদীছে এসেছে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ (বুখারী হা/৪৭০৪ 'তাফসীর' অধ্যায়, 'সূরা হিজর' অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/৯৭৮৭, সনদ ছহীহ)। অন্য বর্ণনায় এসেছে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِى (তিরমিযী হা/৩১২৪, আবুদাঊদ হা/১৪৫৭, সনদ ছহীহ)। وقال أيضا

৭. বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায়-৬৫, অনুচ্ছেদ-১ 'ফাতিহাতুল কিতাব'-এর শুরুতে।

(সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত)। (৪) আল-কুরআনুল 'আযীম (মহান কুরআন)।[৮] (৫) আল-হামদু (যাবতীয় প্রশংসা)। (৬) ছালাত।[৯] (৭) রুক্বিয়াহ (ফুঁকদান)।[১০] (৮) ফাতিহাতুল কিতাব (কুরআনের মুখবন্ধ)।[১১] এ নামে সকল বিদ্বান একমত। কারণ এ সূরা দিয়েই কুরআন পাঠ শুরু হয়। কুরআনুল কারীম লেখা শুরু হয় এবং এটা দিয়েই ছালাত শুরু হয় *(কুরতুবী)*।

এতদ্ব্যতীত অন্য নামগুলি যেমন : (৯) শিফা (আরোগ্য)[১২], (১০) আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ নামকরণ করেছেন *(ইবনু কাছীর)*। (১১) কাফিয়াহ (যথেষ্ট)। ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর এ নামকরণ করেছেন। কারণ এটুকুতেই ছালাত যথেষ্ট এবং এটি ব্যতীত ছালাত হয় না *(কুরতুবী)*। (১২) ওয়াফিয়াহ (পূর্ণ)। সুফিয়ান বিন উয়ায়না এ নামকরণ করেছেন। কারণ এ সূরাটি সর্বদা পূর্ণভাবে পড়তে হয়। আধাআধি করে দু'রাক'আতে পড়া যায় না *(কুরতুবী)*। (১৩) ওয়াক্বিয়াহ (হেফাযতকারী)। (১৪) কান্য (খনি)। এছাড়াও ফাতিহাতুল কুরআন, সূরাতুল হাম্দ, শুক্র, ফাতিহাহ, মিন্নাহ, দো'আ, সওয়াল, মুনাজাত, তাফভীয, মাসআলাহ, রা-ক্বিয়াহ, নূর, আল-হাম্দুলিল্লাহ, ইল্মুল ইয়াক্বীন, সূরাতুল হাম্দিল উলা, সূরাতুল হাম্দিল কুছরা'। এইভাবে নাম বৃদ্ধির ফলে সূরা ফাতিহার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৩]

প্রকাশ থাকে যে, পবিত্র কুরআনের সূরা সমূহের এক বা একাধিক নামকরণ, মাক্কী ও মাদানী সূরার আগে-পিছে সংযোজন ও আয়াত সমূহের বিন্যস্তকরণ সবকিছু 'তাওক্বীফী' অর্থাৎ আল্লাহ্র 'অহি' কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সন্নিবেশিত, যা অপরিবর্তনীয়।[১৪] এর মধ্যে গূঢ় তত্ত্বসমূহ নিহিত রয়েছে।

অবতরণকাল :

সর্বপ্রথম সূরা 'আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত মক্কায় নাযিল হয়।[১৫] অতঃপর কয়েক দিন অহি-র বিরতিকাল শেষে সূরা মুদ্দাছ্ছির-এর প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হয়।[১৬] অন্য বর্ণনায় ৭টি আয়াতের কথা এসেছে।[১৭] তারপরে সর্বপ্রথম পূর্ণাংগ সূরা হিসাবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।[১৮]

---

৮. হিজর ১৫/৮৭; বুখারী তা'লীক্ব হা/৪৭০৪; আহমাদ হা/৯৭৮৭, তিরমিযী হা/৩১২৪, আবুদাঊদ হা/১৪৫৭।
৯. মুসলিম হা/৩৯৫, নাসাঈ হা/৯০৯; মিশকাত হা/৮২৩।
১০. বুখারী হা/৫৭৩৬, মুসলিম হা/২২০১।
১১. বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪, ৮০৬; মিশকাত হা/৮২২, ২১২৪।
১২. দারেমী হা/৩৩৭০, মুহাক্কিক : হুসাইন আসাদ সালীম, সনদ মুরসাল ছহীহ; মিশকাত হা/২১৭০।
১৩. আব্দুস সাত্তার দেহলভী, তাফসীরে সূরায়ে ফাতিহা (করাচী : মাকতাবা আইয়ূবিয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৫/ ১৯৬৫), পৃঃ ৬৮-৯২। গৃহীত : 'খাযীনাতুল আসরার'; সুয়ূতী, 'আল-ইতক্বান'; ভুপালী, 'আদ-দীনুল খালিছ'।
১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৮-৯৯; বুখারী হা/৪৫৩৬; তাফসীর কুরতুবী ১/৬০।
১৫. ইবনু কাছীর ৪/৫৬৪।
১৬. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৩-এর ব্যাখ্যা, ১/৩৭; ঐ, হা/৪৯২৬ 'তাফসীর' অধ্যায়-৬৫, অনুচ্ছেদ-৫।
১৭. ইবনু কাছীর ৮/২৩৫। গৃহীত : ত্বাবারাণী, সনদ যঈফ, তাহকীক ইবনু কাছীর।
১৮. মান্না' আল-ক্বাত্ত্বান, মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহবাহ, ১৩শ সংস্করণ ২০০৪ খৃঃ) পৃঃ ৬৪।

বিষয়বস্তু :

সূরা ফাতিহার মূল বিষয়বস্তু হ'ল দো'আ বা প্রার্থনা। একারণেই এই সূরার অন্যতম নাম হ'ল 'সূরাতুদ দু'আ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ 'শ্রেষ্ঠ যিক্র হ'ল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল 'আলহামদুলিল্লাহ' বা সূরা ফাতিহা'।[১৯] এর দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হ'তে ফায়েদা পেতে গেলে তাকে অবশ্যই উক্ত নিয়তে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করতে হবে। এই সূরাতে বর্ণিত মূল দো'আ হ'ল ৫ম আয়াত, إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর'! বস্তুতঃ সমস্ত কুরআনই উক্ত প্রার্থনার বিস্তারিত জওয়াব।

দো'আর আদব :

অত্র সূরাতে দো'আ করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ১ম হ'তে ৩য় আয়াত পর্যন্ত যার নিকটে প্রার্থনা করা হবে, সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রশংসা করা হয়েছে। অতঃপর ৪র্থ আয়াতে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে ও কেবলমাত্র তাঁর নিকট থেকেই সাহায্য কামনার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর ৫ম আয়াতে মূল দো'আর বিষয়বস্তু ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতদ্বয় মূলতঃ ৫ম আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে। এইভাবে প্রার্থনা নিবেদন শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটে 'আমীন' বলে দো'আ কবুলের আবেদন করতে বলেছেন। মোটকথা প্রথমে প্রশংসা ও আনুগত্য নিবেদন করার পরে দো'আ পেশ করা হয়েছে। একইভাবে ছালাতের বাইরে আল্লাহ্র জন্য হাম্দ ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পেশ করার পরে দো'আ করা হ'ল দো'আর সুন্নাতী তরীকা।[২০]

এই সূরাতে 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এই হেদায়াত পাওয়ার উপরেই বান্দার ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে। সম্ভবতঃ একারণেই ছালাতের প্রতি রাক'আতের শুরুতে ইমাম ও মুক্তাদী সকল মুছল্লীর জন্য জেহরী ও সের্রী সকল ছালাতে এই সূরা পাঠ করা ফরয করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না'।[২১] সম্ভবতঃ একারণেই সূরায়ে ফাতিহার অন্যতম

১৯. তিরমিযী হা/৩৩৮৩, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬।
২০. আবুদাঊদ, তিরমিযী হা/৩৪৭৬, মিশকাত হা/৯৩০, ৯৩১।
২১. বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪, মিশকাত হা/৮২২, উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে।

নাম হ'ল 'ছালাত'। অর্থাৎ যা ব্যতীত 'ছালাত' সিদ্ধ হয় না। যদিও অনেক বিদ্বান ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করাকে অসিদ্ধ বলেন। অথচ এর পক্ষে ছহীহ হাদীছ থেকে কোন দলীল নেই। তাছাড়া ছালাতের শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসা বাদ দিয়ে কিভাবে উক্ত ছালাত ও ইবাদত কবুল হ'তে পারে?

ফাযায়েল :

(১) এই সূরা কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত সূরা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তাওরাত, যবূর, ইনজীল এবং কুরআনে এই সূরার তুলনীয় কোন সূরা নেই।[২২]

(২) এই সূরা এবং সূরায়ে বাক্বারাহ্র শেষ তিনটি আয়াত হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত বিশেষ নূর, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি।[২৩]

গুরুত্ব :

যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত অপূর্ণাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ (خِدَاجٌ)। আবু ওবায়েদ বলেন, 'খিদাজ' হ'ল গর্ভচ্যুত মৃত সন্তান যা কোন কাজে আসে না।[২৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ কথাটি তিনবার বলেন। রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যখন আমরা ইমামের পিছনে থাকি? জওয়াবে তিনি বলেন, إِقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ 'তখন তুমি ওটা চুপে চুপে পড়'। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বলেন, قَسَّمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ. 'ছালাতকে অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাই পাবে। যখন সে বলে, আলহামদুলিল্লাহ..' তখন আল্লাহ বলেন, حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে'। যখন সে বলে, 'আর রহমা-নির রহীম' তখন আল্লাহ বলেন, أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِىْ 'আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে'। যখন সে বলে, 'মা-লিকি....' তখন আল্লাহ বলেন, مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ 'বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে'। যখন সে বলে, ইইয়াকা না'বুদু.. তখন আল্লাহ বলেন, هَذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ 'এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত। আর আমার বান্দা

২২. বুখারী হা/৪৭০৩; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪২।
২৩. মুসলিম হা/৮০৬ অধ্যায়-৬, 'সূরা ফাতিহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৪৩, মিশকাত হা/২১২৪।
২৪. তুহফা হা/২৪৭-এর ভাষ্য।

যা চাইবে, তাই পাবে'। অতঃপর যখন সে বলে, 'ইহ্দিনাছ ছিরাত্বাল ... ওয়াল লায্ যা-ল্লীন' তখন আল্লাহ বলেন, هَذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ 'এটি সম্পূর্ণ আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে, তাই পাবে।[২৫] অত্র হাদীছে জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠের স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। অতএব জেহরী বা সের্রী সকল ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। ছাহাবীর ব্যাখ্যা পাওয়ার পরে অন্য কারু মতামতের প্রতি দৃকপাত করা ঠিক হবে না।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'এই সূরার নাম 'ছালাত' (الصلاة) বলা হয়েছে একারণে যে, ছালাতের জন্য এটি পাঠ করা সবচেয়ে বড় রুকন' *(ঐ, তাফসীর সূরা ফাতিহা)*। তিনি বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং যেসকল বিদ্বান ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয বলেন না, তাদের প্রধান দলীল হ'ল, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 'তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ হয়, ততটুকু পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। অথচ আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনায় জমহূর বিদ্বানগণের নিকট এখানে 'কুরআন' অর্থ ছালাত। অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু রাত্রি জাগরণ কর। কুরআন তেলাওয়াত যেহেতু ছালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেকারণে এখানে 'কুরআন' বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا 'নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন অর্থাৎ ছালাত (দিবস বা রাত্রির বদলী ফেরেশতাদ্বয়ের) একত্রিত হওয়ার সময়কাল' *(ইসরা ১৭/৭৮; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মুযযাম্মিল ২০)*।

(২) উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ *('লা ছালা-তা লিমান লাম ইয়াক্বরা' বিফা-তিহাতিল কিতা-ব')* 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না'।[২৬]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ছালাত সিদ্ধ নয়, যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না'...।[২৭]

(৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন ও তিনি

২৫. মুসলিম হা/৩৯৫, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২৩।

২৬. বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪, মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২; কুতুবে সিত্তাহ সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

২৭. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৯০, ১/২৪৭-৪৮ পৃঃ সনদ ছহীহ। أجزأ الشيئ فلانا اي كفاه অর্থাৎ 'এটি তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে' ; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ১১৯-২০ পৃঃ।

সুস্থ হন...।[২৮] এজন্য এ সূরাকে রাসূল (ছাঃ) 'রুক্বইয়াহ' (الرُّقْيَةُ) বলেছেন।[২৯] কেননা এই সূরা পড়ে ফুঁক দিলে আল্লাহ্র হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

(৫) ইমাম কুরতুবী বলেন, সূরা ফাতিহাতে যে সকল 'ছিফাত' রয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই। এমনকি একেই 'আল-কুরআনুল আযীম' বা মহান কুরআন বলা হয়েছে (*হিজর ১৫/৮৭*)।

এই সূরার ২৫টি কলেমা কুরআনের যাবতীয় ইল্মকে শামিল করে। এই সূরার বিশেষ মর্যাদা এই যে, আল্লাহ এটিকে নিজের ও নিজের বান্দার মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। একে বাদ দিয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। সেজন্যই একে 'উম্মুল কুরআন' বা 'কুরআনের সারবস্তু' বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিভক্ত। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহত। সূরা ইখলাছে 'তাওহীদ' পূর্ণাঙ্গভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সূরা ফাতিহাতে তিনটি বিষয় একত্রে থাকার কারণে তা 'উম্মুল কুরআন' হওয়ার মহত্তম মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে।[৩০]

ফায়েদা :

সূরা ফাতিহাকে অনেকে বিদ'আতী কাজে ব্যবহার করেন, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন কবর যিয়ারতের সময় ফাতিহা পাঠ করা, বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপলক্ষে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, নির্দিষ্ট সংখ্যক বার ফাতিহা পাঠ করে দো'আ করা, খুৎবা, দো'আ বা ওয়ায-নছীহতের শুরু বা শেষে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, ফজরের আযানের পূর্বে বা পরে মাইকে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, সম্মিলিত দো'আর জন্য হাত উঠানোর পূর্বে সকলকে ফাতিহা পড়তে বলা, মজলিস শেষে ফাতিহা পাঠ, মৃতের পাশে বসে ফাতিহা পাঠ, কবরে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাক্বারাহ্র শুরুর অংশ পড়া, দাফনের সময় সূরা ফাতিহা, ক্বদর, কাফিরূন, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা বিশেষভাবে পাঠ করা, কবরের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ১ বার ও ইখলাছ ১১ বার অথবা সূরা ইয়াসীন ১ বার পাঠ করা ইত্যাদি। অথচ ছহীহ হাদীছসমূহে কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অনেকে জেহরী বা সের্রী ছালাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন না। মনে রাখা আবশ্যক যে, দো'আ হ'ল ইবাদত। যার নিয়ম-পদ্ধতি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। যা অপরিবর্তনীয়। এখানে খেয়াল-খুশীমত কোন কাজ করা যায় না। বড় কথা হ'ল এই যে, বিদ'আতের মাধ্যমে কোন ইবাদত কবুল হয় না।

---

২৮. বুখারী হা/৫৭৩৭ 'চিকিৎসা' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৯৮৫।
২৯. বুখারী হা/৫৭৩৬, মুসলিম হা/২২০১ 'সালাম' অধ্যায়; তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর।
৩০. তাফসীর কুরতুবী ১/১৪৮-৪৯।